জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি দিবস-২০১৮ উপলক্ষে ক্রোড়পত্র প্রকাশের নিমিত্ত বিসিসি'র বিগত ১০ (দশ) বছরের উল্লেখযোগ্য অর্জন ও উন্নয়ন কার্যক্রম

রূপকল্প ২০২১ এর অন্যতম প্রধান অনুষঙ্গ ডিজিটাল বাংলাদেশ। যার মূল লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে আধুনিক, জ্ঞানভিত্তিক ও মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। ডিজিটাল বাংলাদেশের বাস্তবায়ন হচ্ছে চারটি স্তম্ভকে ঘিরে। অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি, দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্মেন্ট এবং আইসিটি শিল্পের উন্নয়ন। বিগত প্রায় এক দশকে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) এ চার স্তম্ভের আলোকে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। এরমধ্যে অধিকাংশেরই বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। এসব অগ্রগতি ও সাফল্যের কথাই এখানে তুলে ধরা হলো:

১. অবকাঠামো উন্নয়ন ও কানেক্টিভিটি:

১.১ বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুত ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিসি'র কার্যক্রমকে আরো সম্প্রসারণ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য স্থাপনা যেমন- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ, ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী, সফটওয়্যার ফিনিসিং স্কুল ইত্যাদি কার্যক্রমসূহের স্থান সংকুলানের নিমিত্ত "অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিসিসি শক্তিশালীকরণ (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিসিসি ভবনের ৫ম তলা থেকে ১৫তলা পর্যন্ত উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;

১.২ বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে সরকারি ভাবে জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-3) স্থাপন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৯২(চারশ বিরানব্বই)টি ডোমেইন এ সর্বমোট ৫৮,০৯৫(পঞ্চাশ হাজার পঁচানব্বই)টি ওয়েব মেইল ইমেইল একাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) এরও বেশী সরকারী ওয়েব সাইট ও ২৬০ (দুশ ষাট)টি Application হোস্টিং করা হয়েছে। এছাড়াও ডেটা সেন্টার হতে ৪১৭ (চারশ সতের)টি Virtual Private Server, ৫টি File Server, ১০৯টি Managed Service, ১৬(ষোল)টি Collocation Service এবং ১৮,০৫৯টি নেটওয়ার্ক সার্ভিসকে সেবা প্রদান এবং ডেটা সংরক্ষণ ক্ষমতা ৩ (তিন) পেটাবাইটে বৃদ্ধি করা হয়েছে;

১.৩ জাতীয় ডেটা সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যশোরে ডিজাস্টার রিকভারী সেন্টার স্থাপন;

১.৪ গাজীপুরের কালিয়াকৈর-এ বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটিতে ফোর টিয়ার জাতীয় ডেটা সেন্টার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ডেটা সেন্টারটি ক্লাউড কম্পিউটিং সমর্থন এবং জি-ক্লাউড প্রযুক্তি এমবেড করবে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৫%;

১.৫ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা কল্পে দেশের সকল জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ৩১টি টার্মিনাল সহকারে নেটওয়ার্ক স্থাপন; ৭টি বিভাগীয় কার্যালয়ে অনুরূপ নেটওয়ার্ক স্থাপন;

১.৬ ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নে ১৮৪৩৪টি সরকারি অফিসকে একীভূত পাবলিক নেটওয়ার্কের আওতায় আনায়ন;

১.৭ সরকারি পর্যায়ে ২৫,০০০টি ট্যাব বিতরণ, ৪৮৭টি ইউএনও কার্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, বাংলাদেশ সচিবালয়ে ও আইসিটি টাওয়ারে WiFi জোন স্থাপন;

১.৮ বর্তমান সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" গড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কৃষি তথ্য সার্ভিস এর মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্র আইসিটিভিত্তিক তথ্যসেবা কাযক্রম পরিচালনার জন্য ২৫৪ টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;

১.৯ রোগীদের যাতায়াতের কষ্ট লাঘবসহ আর্থিক সাশ্রয় হয় এবং উন্নত মানের চিকিৎসা সেবা গ্রহণের জন্য ২৫ টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;

১.১০ ইনফো-সরকার প্রকল্প থেকে স্থাপিত ইন্ট্রানেট কানেক্টিভিটির উপর ভিত্তি করে ৮৮৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;

১.১১ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিসি'তে Network Operation Centre স্থাপন করা হয়েছে । জাতীয় ই-গভর্নমেন্ট নেটওয়ার্ক কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় ১৮১৩০টি দপ্তরের মধ্যে ১৬,৯০৪টি সরকারি অফিস এবং ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম বিসিসি'র Network Operation Centre মনিটরিং এর আওতায় আনা হয়েছে;

১.১২ ২৬০০ ইউনিয়নে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি এবং ১০০০ পুলিশ অফিসে ফাইবার অপটিক্যাল কানেক্টিভিটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন ৩য় পর্যায় (ইনফো-সরকার, ৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আওতায় ২৬০০ ইউনিয়নে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবেলের মাধ্যমে কানেক্টিভিটি দেয়া হবে। এ পর্যন্ত ১,৭০০ (এক হাজার সাতশ) টি ইউনিয়নকে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবেল নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বাকী ৯০০ (নয়'শ)টি ইউনিয়নকে আগামী ৩০ শে জুন ২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে সংযোগ দেয়া সম্ভব হবে;

১.১৩ নেটওয়ার্কের বাহিরে থাকা দূর্গম ও প্রত্যন্ত এলাকাসমূহের অবশিষ্ট ৭৭২ (সাতশ বাহাত্তর)টি ইউনিয়ন কানেক্টিভিটি প্রদানের লক্ষ্যে "কানেক্টেড বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। যা বাস্তবায়িত হলে সারাদেশে কানেক্টিভিটি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায়ে ই-সেবা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র প্রসারিত হবে;

১.১৪ সারা দেশে ৩৫৪৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;

১.১৫ ১০১৩টি বিদ্যুত বিহীন ইউনিয়নে সৌর-বিদ্যুত সহকারে Union Information Service Centre (পরবর্তী কালে UDC) স্থাপন;

১.১৬ ১৪৭টি UNO কার্যালয়ে UISC সদৃশ্য ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন;

১.১৭ বিসিসিতে ১টি Specialized Network Lab, ১টি Special Effect Lab এবং ১টি Titanium Lab স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত এ সকল ল্যাবের মাধ্যমে নেটওয়ার্কিং, মোবাইল এ্যাপস, মোবাইল গেইম এবং সাইবার সিকিউরিটি, বিগডেটা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে;

১.১৮ ই-সেবা সহজীকরণে Bangladesh National Enterprise Architeture (BNEA) এর উন্নয়ন;

১.১৯ বিসিসিতে সফটওয়্যার কোয়ালিটি টেস্টিং ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এসাথে হার্ডওয়্যার টেস্টিং এর কাজও অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;

১.২০ বিসিসিতে আইডিয়া প্রকল্পের অফিসসহ উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী নির্মাণ করা রয়েছে;

১.২১ ডিজিটাল আইল্যান্ড মহেশখালী শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের উপকূলীয় দ্বীপ মহেশখালীতে দ্রুতিগতির ইন্টারনেট অবকাঠামো প্রবর্তন এবং ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

১.২১ South Asia Sub Regional Economic Cooperation Information Highway (SASEC IH) এর প্রকল্পের Regional Network (RN) এর আওতায় ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবেল দ্বারা সংযোগ প্রদান এবং ডেটা আদান-প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিটিসিএল কর্তৃক শিলিগুড়িতে স্থাপিত NOC এর সাথে সংযোগের জন্য পঞ্চগড় জেলা হতে বাংলাবান্দার নোম্যানস ল্যান্ড পর্যন্ত ৫৬ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবেল স্থাপন এবং কোলকাতা হয়ে শিলিগুড়ির NOC এর সাথে সংযোগের জন্য বিটিসিএল চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মগবাজার, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁয়ে Transmission Equimentes স্থাপন করা হয়েছে। Village Network (VN) আওতায় দেশের ৩০টি উপজেলায় ৩০টি কমিউনিটি ই-সেন্টার বা উপজেলা তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন এবং Research and Training Network (RTN) এর আওতায় কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ভারত, নেপাল ভুটান ও বাংলাদেশে ৪টি ওয়েভ পোর্টাল তৈরী এবং www.sasecrtn.bcc.net.bd নামে একটি ওয়েভ পোর্টাল বিসিসি'তে হোষ্ট করা হয়েছে।

২. **দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ:**

২.১ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি সক্ষমতা উন্নয়নে ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিসিসি'র নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বিকেআইআইসিটিতে ৬,৬৯৭ জনকে এবং বিসিসি'র ৬টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে ২২,৫৫৬ জনসহ সর্বমোট ২৯,২৫৩ জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

২.২ **উন্নয়নে নারী শীর্ষক প্রোগ্রাম:** জাতীয় উন্নয়নে এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিতির নিমিত্ত বিসিসি Office Applications & Unicode Bangla under WID Ges Women and ICT Frontier Initiative শীর্ষক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করছে। বিসিসি জাতিসংঘের এশিয়ান অ্যান্ড প্যাসিফিক ট্রেনিং সেন্টার ফর ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি ফর ডেভলপমেন্ট (ইউএন-এপিসিআইসিটি) এর সহযোগিতায় নারী আইসিটি ফ্রন্টিয়ার ইনিশিয়েটিভ (ওয়াইফাআই) নামে একটি কর্মসূচি ২০১৭ সাল হতে চালু করেছে । এ কর্মসূচির মাধ্যমে এপর্যন্ত ৫৩৬ জন নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে;

২.৩ **প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য প্রশিক্ষণ:** বিসিসি'র বাংলাদেশ কোরিয়া ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেশন টেকনোলজি (বিকেআইআইসিটি) ও ৬টি বিভাগীয় আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সক্ষমতা উন্নয়নে এ পযর্ন্ত ৬৭১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবছর ১লা জানুয়ারি আইসিটি প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য চাকরি মেলার আয়োজন করা হয় । অংশগ্রহণকারীর প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮৩ জনের চাকরি ব্যবস্থা করা হয়েছে;

২.৪ দেশের দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে প্রবেশাধীকারের সুযোগ সৃষ্টি করে শিক্ষা ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের মাধ্যমে "তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে নিউরো ডেভোলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন" শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান;

২.৫ **Leveraging ICT:** এলআইসিটি প্রকল্পের আওতায় বিশ্বমানের প্রশিক্ষণে ৩১,৯৩০ (একত্রিশ হাজার নয়শ ত্রিশ) জন আইটি প্রশিক্ষিত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ংকে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে টপ-আপ আইটিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ১০,৫৮৫ (দশ হাজার পাঁচশ পঁচাশি) জন, ফাউন্ডেশন স্কিলসে ২০,৩৬৯ (বিশ হাজার তিনশ উনশত্তর) জন এবং Fast Track Future Leader-এ ৯৭৬ (নয়শ ছিয়াত্তর) জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সর্বমোট ৩১,৯৩০ (একত্রিশ হাজার নয়শ ত্রিশ) জন তরুণ-তরুণীর প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে, যার মধ্যে ৮,১৫১ (আটহাজার একশ একান্ন) জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। এছাড়াও দেশের আইটি প্রতিষ্ঠানের ৫শ' মধ্যম স্তরের কর্মকর্তাদের এলআইসিটি প্রকল্পের সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) এসিএমপি (Advanced Certification for Management Professionals) প্রশিক্ষণ শেষ হয়েছে;

২.৬ ই-গভার্নেন্স ও সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ২৯৩৬ জন সরকারি কর্মকর্তাকে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

২.৭ মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর অন্যতম জাতীয় আইসিটি ইন্টার্ণশিপ। এ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে কম্পিউটার জনবলের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন। ইন্টার্ণশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ১৩ টি ব্যাচের মাধ্যমে মোট ৩১৭২ জনের ইন্টার্ণির সুযোগ সৃস্টি করা হয়;

২.৮ দেশে আন্তর্জাতিক মানের তথ্য প্রযুক্তি পরীক্ষা ITEE চালুকরণ এবং এ পরীক্ষা প্রবর্তনে ITPEC-এর সদস্য পদ অর্জন;

২.৯ **BD-ITEC:** বাংলাদেশে ITEE পরীক্ষা নিয়মিতভাবে পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে Bangladesh IT-engineers Examination Center (BD-ITEC) স্থাপন করা হয়ছে। জাপানের সহায়তায় IT Engineers Examination (ITEE) পরিচালনা করে| IT Engineers Examination (ITEE) পরীক্ষার জন্য এ পর্যন্ত ৮৪৭৪ জন রেজিষ্ট্রেশন করে যার মধ্যে ৩৬১৭ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে । এ পর্যন্ত ৪১৯ জন সার্টিফিকেশন অর্জন করে;

২.১০ ন্যাশনাল আইসিটি ইনফ্রা নেটওয়ার্ক ফর বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ফেজ-৩ (ইনফোসরকার) প্রকল্পের আওতায় ৭২০ জনকে স্থানীয় প্রশিক্ষণ এবং ৩৪ জনকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

২.১১ **UN-APCICT:** বিসিসি United Nations Asia Pacific Centre for ICT (UN-APCICT) এর একাডেমি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সরকারি কর্মকর্তাদের সক্ষমতা উন্নয়নে ঢাকাসহ বিসিসি'র ৬টি বিভাগীয় কেন্দ্রে e-Government Applications বিষয়ক ওয়ার্কশপ-এ ১৬০ জন সরকারি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করে;

২.১২ Establishment of a Software Quality Testing and Certification সেন্টার প্রকল্পের মাধ্যমে বিসিসি'র ১৮ জন কর্মকর্তা ISTQB Core Foundation ও ISTQB Agile Foundation প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে। ১৫ জন কর্মকর্তা ISTQB Core Foundation এর সার্টিফিকেট অর্জন করেছেন।

৩. ই-গভর্নেন্স:

৩.১ **বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA):** আলোচ্য কার্যক্রমের আওতায় ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়নে ইন্টারঅপারেবিলিটি সমস্যা দূরীকরণ ও প্রক্রিয়া সহজসাধ্য করার জন্য Bangladesh National Digital Architecture (BNDA) প্রস্তুত করা হয়েছে। BNEA Framework, e-GIF with MSDP, National E-Service Bus প্রস্তুত এবং GeoDASH প্লাটফর্মটি NEA সার্ভিস বাসে সংযুক্ত করা হয়েছে । এছাড়াও E-recruitment সিস্টেম তৈরি, সার্ভিস বুক অটোমেশন, ই-পেনশন সার্ভিস ওপেন, BOSEL এর জন্য android অ্যাপ, অনলাইনে খাদ্যশস্য সংগ্রহের জন্য সফটওয়্যার, Project Tracking System ইত্যাদি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে ।

৩.২ **BGD e-GOV CIRT**: বিজিডি ই-গভ সার্ট এর লক্ষ্য হলো বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আইসিটি কর্মসূচী বিকাশ ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কম্পিউটার ইন্সিডেন্ট ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারের প্রচেষ্টাকে তরান্বিত করা। ইতিমধ্যেই বিজিডি ই-গভ সার্ট আন্তর্জাতিক সাইবার সিকিউরিটি সংস্থা FIRST.Org, OIC-CERT এবং APCERT এর সদস্যপদ অর্জন করেছে। বিজিডি ই-গভ সার্ট কর্তৃক এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭৮০ টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক ইন্সিডেন্ট রেজিষ্টার করা হয়েছে। বিজিডি ই-গভ সার্ট এর ওয়েব সাইটে এ পর্যন্ত সর্বমোট ৭১০ টি সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ক পরামর্শ, সতর্ক-বার্তা এবং সংবাদ প্রকাশ করা সহ এ পর্যন্ত সর্বমোট ১৮৫ টি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাইবার ইন্সিডেন্ট রেসপন্সে সহায়তা প্রদান এবং ওয়েবসাইট ও অ্যাপ্লিকেশন সমূহের VAPT করে প্রাপ্ত ফলাফল ঐ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে। Cyber Sensors হতে ১৭টি Cyber Security প্রতিবেদন ৫টি সরকারি প্রতিষ্ঠনকে দেয়া হয়েছে। সাইবার জিম স্থাপনের কাজ চলমান আছে।

৩.৩ ডিজিটাল বাংলাদেশ: ভিশন ২০২১ বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে কোরিয়া সরকারের কারিগরি দক্ষতা বিনিময়ের মাধ্যমে দেশের সরকারি কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে এবং দেশের ৫২টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং ৬৮টি প্রতিষ্ঠানকে Bangladesh National Architecture (BNEAF) এর আওতায় আনায়নের লক্ষ্যে "Formation of the e-Government Master Plan for Digital Bangladesh"শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ১০ টি পৌরসভায় "ডিজিটাল মিউনিসিপালিটি সার্ভিসেস সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট" নামে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩.৪ সরকারের সকল ক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন সহ, ই-গভর্নমেন্টের জন্য সঠিক ও সহজলভ্য প্ল্যাটফরম এবং স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং পরিকল্পনা বিভাগের জন্য একটি ERP সলিউশন তৈরী; এবং ই-গভর্নমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্থানীয় আইসিটি ইন্ডাস্ট্রির দক্ষতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে **"**বাংলাদেশ ই-গভর্নমেন্ট ইআরপি**"** প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

৩.৫ টেকসই উদ্ভাবনী ইকোসিস্টেম তৈরি, প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও উদ্যোগ উন্নয়ন, মেধাসত্ত সংরক্ষণ ও সংযোগকরণ, তরুণ উদ্ভাবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, উত্তম ধারণাসমূহ চিহ্নিতকরণ, লালন ও উন্নয়নের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি এবং উদ্ভাবনী সামগ্রীর বাণিজ্যিকীকরণ ও ব্রান্ডিং-এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠকরণ (iDEA) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। Selection Committee কর্তৃক এ পর্যন্ত ৬৪ টি স্টার্টআপ কে বাছাই করতঃ ৫,৮২,০০,০০০ (পাঁচ কোটি বিরাশি লক্ষ) টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৩.৬ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের Software Quality Testing and Certification সেন্টার নেই। দেশে যে সকল সফটওয়্যার উন্নয়ন অথবা ক্রয় করা হয়ে থাকে তার কোন গুণগত মান আর্ন্তজাতিক পদ্ধতি অনুরসরণ করা হয়না। দেশে উন্নয়নকৃত অধিকতর সফটওয়্যার-এ Bug, defect, error, failure, fault, mistake, quality, risk ইত্যাদি থাকার ফলে গুণগত মান নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। সফটওয়্যার এর গুণগত ও আন্তর্জাতিক মান নির্ধারন করার নিমিত্ত বিসিসি'তে Software quality Testing and Certification সেন্টার তৈরী করা হয়েছে । উক্ত সেন্টারে এ পর্যন্ত ৪টি Software এবং ০১ টি মোবইল এ্যাপস এর পরীক্ষাকরণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩.৭ বাংলা ভাষার জন্য বিভিন্ন প্রযুক্তিমাধ্যমে (ওয়েব, মোবাইল, কম্পিউটার) ব্যবহারযোগ্য বিভিন্ন সফটয়্যার/টুলস/রিসোর্স উন্নয়ন করা, যাতে বাংলা ভাষা কম্পিউটারে ব্যবহার করতে কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে। একই সঙ্গে ভ্যালুয়েবল রিসোর্স তৈরির মাধ্যমে বিশ্বে বিভিন্ন পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানে (যেমন জাতিসংঘ) বাংলা ভাষার স্থান/ র‍্যাংককে আরো উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ করার লক্ষ্যে 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ।

৪. তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পের উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম:

৪.১ তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পে তরুণ-তরুণীদেরকে কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম (ICT Career Camp): তথ্য ও প্রযুক্তি ভিত্তিক শিল্পে তরুণ-তরুণীদেরকে কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৬৪টি জেলায় 'আইসিটি ক্যারিয়ার ক্যাম্প' শীর্ষক কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত ৭১ টি ইভেন্টে ৮৩,২৭২ জন ছাত্র-ছাত্রী (ছাত্র-৮১%, ছাত্রী-১৯%) অনলাইনে নিবন্ধন করে।

৪.২ চাকুরি মেলার আয়োজন: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এর আওতায় লিভারেজিং আইসিটি ফর গ্রোথ, এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড গভার্ন্যান্স প্রজেক্ট (এলআইসিটি)- ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজশাহীতে ৩টি চাকরি মেলা আয়োজন করেছে। এ সকল মেলায় ৪৯,০০০-এর অধিক চাকরিপ্রার্থী অংশগ্রহণ করে। মেলায় অংশগ্রহণকারী কোম্পানীসমূহ কর্তৃক ২,৪০২ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ৪৪৭ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়।

৫. ডিজিটাল বাংলাদেশ ব্রান্ডিং:

৫.১ ই-এশিয়া-২০১১, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭ সফলভাবে সমাপ্ত হয়ছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এ প্রোগ্রামটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক দেশের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড-২০১৭ এ প্রোগ্রামে সেমিনার, আইটি ক্যারিয়ার মেলা, সফটওয়্যার শোকেসিং, ই-গভর্নেন্স এক্সপো, মোবাইল ইনোভেশন এক্সপো, ই-কমার্স, গেমিং, ইনোভেশন এন্ড রোবটিক, ইন্টারন্যাশনাল এবং মেড ইন বাংলাদেশ জোন অন্তর্ভুক্ত ছিল । এ কনফারেন্সে অন্তর্ভুক্ত ৪৭টি সেমিনার/কর্মশালায় ৭৫ জন বিদেশী ও ২১৪ জন দেশী বক্তা অংশগ্রহণ করেন । ৩৪১ টি স্টল ও প্যাভিলিয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন পন্য ও সেবা প্রদর্শন করা হয়। মিনিস্টারিয়েল কনফারেন্স এ মোট ৬ টি দেশ (Bhutan, Cambodia, Congo, Maldives, Saudi Arabia, Philippines) অংশগ্রহন করেন। এবারের মেলায় ৫,০০০০০ (পাচঁ লক্ষ) এর অধিক দশনার্থী মেলা পরিদশর্ন করেন।

৫.২ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আইসিটি ডিভিশন ও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সহযোগিতায় এশিয়া অঞ্চলের (ঢাকা সাইট) আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ন প্রোগ্রামিং কনটেষ্ট আইসিপিসি (ইন্টারন্যাশনাল কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং কনটেষ্ট) ২০১৮ গত ১০ নভেম্বর শনিবার আশুলিয়ায় ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্থায়ী ক্যাম্পাসের স্বাধীনতা মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই এযাবৎ কালের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। এতে বাংলাদেশের ১০১টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন আইটি ইন্সটিটিউটের ২৯৮ টি দল (প্রতিটি দলে ৩ জন করে প্রতিযোগী) অংশগ্রহণ করে।

৫.৩ জাপান আইটি উইক ২০১৮: ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বারের নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল জাপানের টোকিওর বিগ সাইটে সর্ববৃহৎ আইটি মেলা জাপান আইটি উইকে ২০১৮ অংশ নিয়েছেন। মেলায় বিভিন্ন দেশের তথ্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের স্টল ও বুথের পাশাপাশি বিসিসি সহ বাংলাদেশের ১৬ টি আইটি প্রতিষ্ঠান তাঁদের তথ্য-প্রযুক্তি ও সেবা প্রদর্শন করছেন। মেলাটি জাপান-বাংলাদেশ আইটি সম্পর্ক গভীর করতে সহযোগিতা করার পাশাপাশি বাংলাদেশে জাপানি কোম্পানির ব্যবসা সম্প্রসারণ, নতুন বাজার সৃষ্টি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এমনকি প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগাতে তাৎপর্যপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

৫.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে গত ৩০শে অক্টোবর ২০১৮ তারিখে জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮ এর ফলাফল ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

৫.৫ যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইটি প্রতিযোগিতা ২০১৮ : অমিত সম্ভাবনার অধিকারী দেশের যুব প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আইসিটি চর্চা উৎসাহিত করতে ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল গত ২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিঃ তারিখে যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতা আয়োজন করে।

৫.৬ বিভিন্ন সম্মেলন, মেলা ও ট্রেডশো যেমন IPU-২০১৭ সম্মেলন, আইসিটি এক্সপো, বাংলাদেশ ডেভলেপমেন্ট ফোরাম প্রদর্শণী, ইত্যাদিতে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে বিসিসি'র আইসিটি উদ্যাগসমূহ ও কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়েছে;

৬. পুরস্কার/সম্মাননা:

জনপ্রশাসন পুরস্কার কারিগরি ক্যাটাগরিতে প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদশে কম্পিউটার কাউন্সিল জনপ্রশাসন পদক ২০১৭ পুরস্কার লাভ করে । ইহা ছাড়াও Asian-Oceanian Computer Industry Organization (ASOCIO) এর পক্ষ থেকে বিসিসি কে 'ICT Education Award' 2017 এবং ইনক্লুসিভ ডিজিটাল অপরচুনিটি ক্যাটাগরিতে ইনফো-সরকার প্রকল্পকে ই-এশিয়া ২০১৭ পুরস্কার দেয়া হয়। এক জায়গা থেকে সরকারি সব তথ্য ও সেবা পেতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেকচার (বিএনইএ) শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি), এ নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে 'ওপেন গ্রুপ প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড' ২০১৮ অর্জন করেছে বিসিসি। আইসিটি এডুকেশন এবং প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় বিসিসি'কে 'WITSA Award 2017' প্রদান করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব প্রতিষ্ঠার জন্য e-Education ক্যাটাগরিতে ১টি এবং National Data Centre for e-Service প্রতিষ্ঠার জন্য e-Infrastructure ক্যাটাগরিতে ১টি সহ মোট ২টি ভারতের Manthan Award 2011 অর্জন করে।